জবি ছাত্রলীগের সঙ্গে সূত্রাপুর ছাত্রলীগের সংঘর্ষ, আহত ৩

জবি সংবাদদাতা

০২ জুন, ২০২৪ ১৬:৪৪

শেয়ার

অ +

অ -

ফাইল ছবি

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মীদের সঙ্গে সূত্রাপুর থানা ছাত্রলীগের কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুই গ্রুপের ৩ কর্মী। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন, সুত্রাপুর থানা ছাত্রলীগের কর্মী সিয়াম ও ফয়সাল এবং জবি শাখা ছাত্রলীগের কর্মী মেহেদী হাসান মিরাজ।

মিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।

শনিবার রাতে ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী কলেজের সামনে ও ন্যাশনাল হাসপাতালে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার (১ জুন) রাত সাড়ে ১০ টার দিকে সোহরাওয়ার্দী কলেজের সামনে সূত্রাপুর থানা ছাত্রলীগের কর্মীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহীর ফরাজির কর্মী মেহেদী হাসান মিরাজসহ তার বন্ধুদের মারধর করে গুরুতর আহত করে। এরপর তাদের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ইনিস্টিটিউট হাসপাতালে নেয়া হলে সূত্রাপুর ছাত্রলীগের কয়েকজন হাসপাতালের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আসেন।

এ সময় খবর পেয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের সভাপতি-সেক্রেটারি গ্রুপের ৩০-৪০ জন নেতাকর্মী রড, লাঠি নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে। এতে সুত্রাপুর থানা ছাত্রলীগের সিয়াম ও ফয়সাল নামে দুইজন গুরুতর আহত হন।

এ ঘটনায় আহত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কর্মী মেহেদী হাসান মিরাজ বলেন, ‘গতকাল রাতে জগন্নাথের ৫-৬ জন ও পুরান ঢাকার আরো ৫-৬ জন বন্ধু মিলে সোহরাওয়ার্দী কলেজের সামনে আড্ডা দিচ্ছিলাম। এসময় পূর্ব

শত্রুতার জের ধরে তারা আমাদের ওপর হামলা করে।

’ হামকারীরা সূত্রাপুর থানা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আজিম খাঁনের সমর্থক।

এবিষয়ে সূত্রাপুর থানা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আজম খাঁন বলেন, ‘সিয়ামকে মারতে জগন্নাথের ৩০-৪০ জন আসে। আর এরা ছিল মাত্র ৩-৪ জন। তাদের হামলায় সিয়াম ও ফয়সাল নামে দুইজন আহত হয়েছে। এটা রাজনৈতিক ঘটনা না।

বন্ধুদের মধ্যে হাতাহাতি।’

এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম আক্তার হোসেন বলেন, ‘গতকালের মারামারির ঘটনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কোন সংশ্লিষ্টতা নাই। জগন্নাথের যে ছেলে মার খেয়েছে, সে ছাত্রলীগের কোন পদে নাই, কর্মীও নয়৷’

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘ক্যাম্পাসের ভিতর কোনো মারামারি হয়নি। জেনেছি এই ঘটনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ছিল। কোনো অপরাধকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্রয় দেয় না। পুলিশ প্রশাসন ঘটনা তদন্ত করছে। তারা ব্যবস্থা নিবে।’

এবিষয়ে সূত্রাপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রবিউল ইসলাম রাতে বলেন, ‘তুচ্ছ ঘটনায় হাতাহাতি। আমরা ঘটনাস্থলে আসার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছি। এ ঘটনার তদন্ত চলছে।’